গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
পার-৫ অধিশাখা
www.mohfw,gov.bd.

নং-৪৫.১৪৬.০০৭.০০.০০.০০১.২০১৩-৭৩৬

তারিখঃ ২৮.০৭.২০১৫ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ অভিযোগ তদন্ত প্রসঙ্গে।

ডাঃ আক্তার জাহান, অধ্যক্ষ-কাম-অধীক্ষক (অঃ দাঃ), সরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ, মিরপুর-১৪, ঢাকা, (১) ডাঃ মোঃ নজরুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক (চঃ দাঃ), অর্গানন বিভাগ, (২) ডাঃ মোঃ কামাল উদ্দিন, সহকারী অধ্যাপক (চঃ দাঃ), অর্গানন বিভাগ, (৩) ডাঃ মোঃ আলীবর্দ্দীন, সহযোগী অধ্যাপক (চঃ দাঃ), মেটেরিয়া মেডিকা বিভাগ (পিআরএল ভোগরত), (৪) ডাঃ মোঃ মনজুরুল হক, প্রভাষক, (৫) ডাঃমোঃ শামসুল গাফফার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি ও (৬) ডাঃ রাশিদা আক্তার খানম, প্রভাষক, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, মিরপুর-১৪, ঢাকা এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করেছেন। উক্ত অভিযোগ বিষয়ে আগামী ০৬.০৮.২০১৫ তারিখ ১১.৩০ টায় সরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মিরপুর-১৪, ঢাকার সুপারিনডেন্টেন্ট এর অফিস কক্ষে তদন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত তদন্ত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র/তথ্য প্রমানাদিসহ উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ

২৮.০৭.২০১৫

(মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন)
উপসচিব
ফোন-৯৫৪০৯৪৪

১। ডাঃ আক্তার জাহান, অধ্যক্ষ-কাম-অধীক্ষক (অঃ দাঃ), সরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মিরপুর-১৪, ঢাকা।
২। ডাঃ মোঃ নজরুল ইসলাম, শিক্ষক, সরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মিরপুর-১৪, ঢাকা।
৩। ডাঃ মোঃ কামাল উদ্দিন, শিক্ষক, সরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মিরপুর-১৪, ঢাকা।
৪। ডাঃ মোঃ আলীবর্দ্দীন, শিক্ষক, সরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মিরপুর-১৪, ঢাকা।
৫। ডাঃমোঃ শামসুল গাফফার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি।
৬। ডাঃ মোঃ মনজুরুল হক, শিক্ষক, সরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মিরপুর-১৪, ঢাকা।
৭। ডাঃ রাশিদা আক্তার খানম, প্রভাষক, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, মিরপুর-১৪, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১। সিষ্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

২৮৩

৭৪৩(Adm-1)

বরাবর

সচিব মহোদয়
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।

দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) ।

বিষয় ঃ কতিপয় শিক্ষক কর্তৃক 'শিক্ষক সমিতির' অসত্য প্যাড ও নাম ব্যবহার করে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, অশালীন ও অসদাচরণ প্রসঙ্গে ।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি নিম্নস্বাক্ষকারী অত্র প্রতিষ্ঠানের বর্তমানে কর্মরত শিক্ষক চিকিৎসকদের সঙ্গে ইন্টারভিওর মাধ্যমে গত ৩০/১২/২০০৩ইং তারিখের স্মারক নং-.. সরকারী আদেশের বলে প্রায় ১১ মাস যাবৎ দক্ষতা, সুনাম ও দায়িত্বের সাথে অধ্যক্ষ-কাম-অধীক্ষের (অ: দাঃ) পালন করে আসছি। অত্র প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কলেজে ৩৩ জন শিক্ষক কর্মরত। এর মধ্য থেকে কতিপয় শিক্ষকবৃন্দ (১) ডাঃ মোঃ নজরুল ইসলাম, (২) ডাঃ মোঃ কামাল উদ্দিন, (৩) ডাঃ মোঃ আলীবর্দ্দীন, (৪) ডাঃ মোঃ শামসুল গাফফার, (৫) ডাঃ মোঃ মনজুরুল হক, (৬) ডাঃ রাশিদা আক্তার খানম, শিক্ষক সমিতির নামে ৯/১০/১৪ইং তারিখে অফিস সময়ে ১২.৩০ মি. সময়ে শিক্ষক সমিতির নামে এক সভা করেন এবং পরবর্তীতে শিক্ষক সমিতির নামে ভূয়া প্যাড ছাপিয়ে গোপনে আমার বিরুদ্ধে নানা রকম মিথ্যা অভিযোগ আপনার নিকট ও চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন, মহা পরিচালক, যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), যুগ্ম সচিব, জনস্বাস্থ্য বরাবরে একটি অভিযোগপত্র দাখিল করেন। যাহা আমার মান সম্মান হানীকর। আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করা ও সরকারী কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এছাড়াও আরো অনেক চিঠিপত্র নামে বেনামে যথাযথ কর্তৃপক্ষ ব্যতিত এবং কখনো কখনো আমার নাম ব্যবহার করেও অসত্য বানোয়াট তথ্য প্রেরণ করে চিঠিপত্র প্রেরন করেছেন (কপি সংযুক্ত-০১)।

এখানে উল্লেখ্য যে, অধ্যাপক ডাঃ এস এম এ মোস্তাকীম (প্রাক্তন অধ্যক্ষ কাম অধিক্ষক) স্যারের সময়েও উনাকে অনেক অপদস্ত করেছেন। এমনকি সচিব মহোদয় কর্তৃক কারণ দর্শানোর নোটিশ পর্যন্ত পেতে হয়েছে (কপি সংযুক্ত-০২)।

এছাড়াও গত ২৮/০৯/২০১৪ তারিখে ডাঃ মোঃ নজরুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক (চঃ দা) সাধারণ ভবিষ্যত তহবিলে অগ্রিম টাকা উত্তোলনের জন্য আবেদন করেন। আবেদনে কিছু ভুল ও সাক্ষর না থাকার কারণে পি.এ সাহেবকে বলি ফরমে সাক্ষর করিয়ে নিতে। তার কিছুক্ষণ পরে আমার রুমে ঢুকে আমার ২/৩ জন সহকর্মীর সামনে অশ্লীল ভাষায় বাষ্টার্ড, চোর, লোভী এছাড়াও আরো কয়েকটি শব্দ যা উচ্চারণ করা যাচ্ছে না। সেখানে উপস্থিত ছিল ডাঃ মোঃ আবুল কালাম, প্রভাষক ডাঃ আবুল হাশেম, প্রভাষক ও ডাঃ মাহমুদ হোসেন খান, সহকারী অধ্যাপক।

চলমান পাতা-০২

আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে উল্টো আমার বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ দিয়ে ডি.জি বরাবরে দরখাস্ত দাখিল করেন। এহেন অবস্থায় আমিও একজন শিক্ষক সমিতির সদস্য ও অন্যান্য সদস্যরাও জানতে চায় কলেজে প্রায় ৩৩ (তেত্রিশ) জন শিক্ষকের মধ্যে কেন অন্য সদস্যরা জানতে পারলনা সকলে নিন্দা প্রস্তাব আনেন এবং সিদ্ধান্ত নেন "অধ্যক্ষ-কাম অধীক্ষক" ডাঃ আক্তার জাহান এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো শিক্ষক সমিতি ও বিভিন্ন শিক্ষকের বিভিন্ন দপ্তরে দাখিল করেছেন তা অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দাজনক। তাই ১৯/১১/২০১৪ইং তারিখের সভায় শিক্ষক, চিকিৎসক ও ছাত্র প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সকলেই একমত হয়েছেন যে, সমস্ত দাখিলকৃত অভিযোগগুলো অভিযোগকারীগণ তুলে আনবেন যা কোন প্রকার তদন্ত আসলে উপস্থাপন করা হবে (কপি সংযুক্ত-০৩)। উপরোক্ত শিক্ষকগণ প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হয়েও কেমন করে অসত্য তথ্য প্রদান করেছে, যা শৃঙ্খলা পরিপন্থি ও মানহানিকর।

অতএব, বিনীত প্রার্থনা এই যে, উপরে উল্লেখিত কতিপয় শিক্ষকের উদ্ধতপূর্ণ আচরণ ও অত্যাচারে আমি উপরোক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে তাদের কর্মকাণ্ড সরকারি চাকরি শৃঙ্খলা পরিপন্থি ও অসদাচরণের সমতুল্য এবং তাদের কর্মকাণ্ডে প্রতিনিয়ত স্বাভাবিক দাপ্তরিক সরকারী কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হচ্ছে। বর্ণিত তথ্যগুলি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

সংযুক্তিঃ ..... পাতা।

নিবেদক

২৫/১১/১৪

ডাঃ আক্তার জাহান মিলি
অধ্যক্ষ-কাম-অধীক্ষক (অ: দা:)
সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল
কলেজ হাসপাতাল।
মিরপুর-১৪, ঢাকা-১২০৬।
মোবাইল: ০১৭১৫-০৪৮৭৯২

অনুলিপিঃ
১। চেয়ারম্যান, দূর্নীতি দমন কমিশন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
(দৃষ্টিআকর্ষণ: পরিচালক হোমিও ও দেশজ চিকিৎস)
৩। যুগ্ম-সচিব, জনস্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। পরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।